জীবননগর লোকমোর্চার ও এশিয়া ফাউন্ডেশনের সদস্যদের মতবিনিময়

জীবননগর লোকমোর্চার সদস্যদের সাথে এশিয়া ফাউন্ডেশনের সদস্যদের মতবিনিময় ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় জীবননগর উপজেলা লোকমোর্চার সভাপতি আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে আলোচনা ও মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন, এশিয়া ফাউন্ডেশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফয়সাল বিন আযাদ, এশিয়া ফাউন্ডেশনের সিনিয়ার ডিরেক্টর নজরুল ইসলাম, সিনিয়ার প্রোগ্রাম অফিসার শুকলা দে, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মহাসিন আলী,

উপ-নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন, উপজেলা লোকমোর্চার সাধারণ সম্পাদক আবু মো: আব্দুল লতিফ অমল, জীবননগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, জীবননগর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এম আর বাবু, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সমন্বয়কারী কামরুজ্জামান যুদ্ধ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন হাফেজ মাওলানা জুবায়ের মাহমুদ।

মেপ্র/আরপি

আলমডাঙ্গায় জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উপলক্ষে র্যালী ও আলোচনা সভা

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উপলক্ষে র্যালী ও আলোচনা সভাপতি অনুষ্টিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০ টার দিকে উপজেলা চত্তর থেকে শুরু হয়ে

র্যালীটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা চত্তরে এসে শেষ হয়। র্যালী শেষে উপজেলা হলরুমে আলোচনা সভায় উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা এনামুল হকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা ডা. আব্দুল্লাহিল কাফি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী আব্দুর রশিদ, উপ-সহকারি প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম, উপজেলা প্রানী সম্পদ সম্প্রসারন কর্মকর্তা ডা. শরিয়ত উল্লাহ, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল কুদ্দুস, মুক্তিযোদ্ধা নাজিম উদ্দিন, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল বারি, বিআরডিবি অফিসার শায়লা সারমিন, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাকসুরা জান্নাত, তথ্য কর্মকর্তা স্নিগ্ধা দাস, প্রেসক্লাব সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সাধারণ সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা হামিদুল ইসলাম।

উপজেলা খাদ্য পরিদর্শক রাকিবুল ইসলামের উপস্থাপানায় আরও উপস্থিত ছিলেন, খাদ্য কর্মকর্তা মফাখাইরুল ইসলাম, স্টেশন অফিসার মখলেসুর রহমান, হাফেজ ওমর ফারুক, শিক্ষক সামসুন্নাহার, মলিনা পারভীন, মনিরুজ্জামান, নাজমুল হাসান, জামাল উদ্দান, শহিদুল ইসলাম, ফয়জুল হক প্রমুখ।

সভা শেষে জনকল্যান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মহড়া অনুষ্টিত হয়েছে।

মেপ্র/আরপি

গাংনীতে সমবায়ীদের মাসিক যৌথসভা ও ই-প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনীতে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি প্রকল্প (সিভিডিপি) এর ৩য় পর্যায়ে সমবায়ীদের অংশগ্রহণে মাসিক যৌথসভা ও ই-প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসের আয়োজনে গাংনী উপজেলা

পরিষদ মিলনায়তনে (হলরুমে) এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণে গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হক মন্টুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াছমিন।

প্রশিক্ষক হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার জনাব শাহ আলম।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন সমবায়ীদের মধ্যে রাকিবুল ইসলাম টুটুল, হুমায়ুন কবির রিপন, শহিদুল ইসলাম নাসির, কিরণ হোসেন, মনজিরুল ইসলাম স্বপন, হাবিবুর রহমান, লিপি সরকার প্রমুখ। প্রশিক্ষণে সহযোগিতা করেন সহকারী পরিদর্শক রুহুল কুদ্দুস, হাফিজুর রহমান ও মেহেদী হাসান।

গাংনী উপজেলার ২০টি সার্বিকগ্রাম সমবায় সমিতির ১২০জন সদস্য’র অংশগ্রহনে এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

মেপ্র/আরপি

গাংনীতে জাতীয় দূর্যোগ প্রস্তুতি দিবস পালিত

‘দূর্যোগ ঝুকি হ্রাস পূর্ব প্রস্তুুতি টেকসই উন্নয়নে আনবে গতি’ এ প্রতিপাদ্য মেহেরপুরের গাংনীতে জাতীয় দূর্যোগ প্রস্তুতি দিবস পালিত হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে মঙ্গলবার সকাল ১০ টায় র্যালি আলোচনা সভা,চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও দূর্যোগ প্রস্তুুতি মহড়ার আয়োজন করে গাংনী উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি।

গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্তর থেকে একটি র্যালি বের হয়ে গাংনী ফুটবল

মাঠে গিয়ে শেষ হয়। পরে ভারপ্রাপ্ত ষ্টেশন কর্মকর্তা ইছাহাক আলী বিশ্বাস ও লিডার মহিউদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে গাংনী ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা মনোমুগ্ধকর মহড়া প্রদর্শন করেন।

সহকারী কমিশনার ভুমি মো: ইয়ানুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথী হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক।

এসময় উপ সহকারী প্রকৌশলী মো: জাকির হোসেন,ফুলকুড়ি অধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলাম,বামুন্দী ইউপি চেয়ারম্যান মো: শহিদুল ইসলাম,গাংনী সরকারী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশরাফুজ্জামান লালু, প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসের রেজা আহমেদ,শাহিন আহমেদ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেপ্র/ইএম

মেহেরপুরে আইসোলেশন ও কোয়ারেন্টাইন ওয়ার্ড প্রস্তুত

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মেহেরপুরে প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে জেলা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কমিটি। তবে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত জেলার কোথাও করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের খবর পাওয়া যায়নি।

প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ১০০ বেডের কোয়ারেন্টাইন ওযার্ড হিসেবে মেহেরপুর যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এছাড়া মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৫ বেডের আইসোলেশন কেন্দ্র প্রস্তুত করা হয়েছে।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা, নাসির উদ্দিন জানান, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিকে ১০০ বেডের কোয়ারেন্টাইন হিসেবে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। পাশাপাশি তিন উপজেলার তিনটি হাসপাতালে ৫ বেডের আইসোলেশন

ওয়ার্ড প্রস্তুত রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি মানুষকে আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শও দিয়েছেন।

জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি বলেন, সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। করোনা ভাইরাসের কারণে মাস্কসহ প্রয়োজনীয় উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে এখন পর্যন্ত মেহেরপুরে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ও আক্রান্তের খবর পাওয়া যায়নি।

মেপ্র/ইএম

আলমডাঙ্গায় রেলওয়ের ফাঁকা জায়গা দখলকারিদের বিরুদ্ধে অশনিসংকেত

আলমডাঙ্গায় রেলওয়ের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের পর আবারও ফাঁকা জায়গা দখলকারিদের বিরুদ্ধে অশনিসংকেত দিলেন রেলওয়ের পাকশী জোনের ডিআরএম প্রকৌশলি আশাদুল হক।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় তিনি আলমডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনে উপস্থিত হয়ে স্টেশন মাস্টার শরিফুল ইসলাম মিন্টুর উপস্থিতিতে ওই অশনিসংকেত দেন।
তিনি জানান, সোমবার রেলওয়ের একটি প্রতিনিধি দল আলমডাঙ্গায় উপস্থিত হয়ে সরেজমিনে উচ্ছেদকৃত জায়গায় পুণরায় দখল করার বিষয়টি পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় পরিবহণ কর্মকর্তা নাসির উদ্দীন, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, ষ্টেশন মাস্টার শরিফুল ইসলাম প্রমুখ।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার রেলস্টেশন থেকে লাল ব্রীজ এলাকা পর্যন্ত রেলওয়ে জায়গায় অবৈধভাবে কয়েক’শ মানুষ পাকা ও আধা পাকা স্থাপনা

নির্মাণ করে বসবাস ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে।

গত কয়েক মাস আগে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ লীজ গ্রহণসহ বৈধ-অবৈধ স্থাপনার তালিকা প্রকাশ করে। সে সময় রেলওয়ে পাকশি জোনের পক্ষ থেকে অবৈধ স্থাপনা চিহ্নিত করে লাল ক্রস দিয়ে সেগুলি সরিয়ে নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এমনকি এসব অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের জন্য স্টেশন এলাকায় মাইকিং করে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। এরপর গত ৩০ ডিসেম্বর সাড়ে ১০টার দিকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়।

বাংলাদেশ রেলওয়ের পাকশী জোনের বিভাগীয় ভূমি কর্মকর্তা ও নিবার্হি ম্যাজিস্ট্রেট নুরুজ্জামান, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিবার্হি ম্যাজিস্ট্রেট আমজাদ হোসেন, রেলওয়ে পুলিশের এস আই জালাল উদ্দিন ও আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের এস আই জিয়াসহ সঙ্গীয় ফোর্স ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

সে সময় কয়েক’শ অবৈধ চিহ্নিত স্থাপনার মধ্যে রেলস্টেশন এলাকার কিছু দোকান ঘর ও লালব্রীজ সংলগ্ন পশুহাট এলাকার কয়েকটি দোকান ঘর ভাঙ্গা হয়।

কয়েক’শ অবৈধ চিহ্নিত স্থাপনার মধ্যে মাত্র কিছু উচ্ছেদ করার ঘটনা সাধারণ মানুষ নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেছে। উচ্ছেদ অভিযানটি প্রশ্নবিদ্ধ হয়। মাত্র কয়েক সপ্তাহ পর উচ্ছেদ অভিযানে ভেঙ্গে দেওয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ঘরবাড়ির ফাঁকা ভিটে পুণরায় দখল শুরু হয়েছে।

মেপ্র/আরপি

কুষ্টিয়ায় কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে মাস্ক বিক্রি হচ্ছে কয়েক

গুণ বেশী দামে!

রবিবার দুপুরে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) বাংলাদেশে তিন জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে বলে জানানোর পর থেকে বিভিন্ন ঔষধের দোকানে মাস্ক বিক্রয় বেড়েছে।

এই সুযোগে দোকানিরা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে এক দিনের ব্যবধানে দ্বিগুণ থেকে চারগুণ বেশি দামে বিক্রি শুরু করেছে। যদিও এর আগে থেকেই ৫ টাকার মাস্ক বিক্রয় শুরু হয়েছিল ২০টাকায়। আর সেই মাস্ক এখন কুষ্টিয়ায় ৪০/৭০ টাকা বিক্রয় করছে দোকানিরা। গতকাল সোমবার কুষ্টিয়ার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায় এ চিত্র।

এদিকে সরকারের গবেষণা প্রতিষ্ঠান মাস্ক পরতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছে। ফলে দ্বিধাবিভক্ত সাধারণ জনগণ গণহারে মাস্ক ব্যবহার করছে। তবে এতে কোনো ক্ষতি নেই, বরং উপকারই হচ্ছে বলেও চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। কিন্তু এ সুযোগে মাস্ক ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত দাম হাঁকিয়ে অনৈতিকভাবে মাস্ক বিক্রি করে চলেছেন। ফলে কিছুটা হলেও অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মূখীন হচ্ছেন ক্রেতারা।

এক্ষেত্রে সাধারণ মাস্কের চেয়ে জীবাণু প্রতিরোধক মাস্কের চাহিদা বেশি লক্ষ্য করা গেছে। কুষ্টিয়া আর.এ.খান চৌধুরী রোড এলাকায় অবস্থিত সাফা ফার্মেসি মেডিক্যাল মাস্ক সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। কিন্তু এখন সেখানে মেডিক্যাল মাস্ক পাওয়া যাচ্ছে না। সেখানে এখন সিনথেটিক কাপড় ফাইবার দিয়ে তৈরি মাস্ক পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু ২৪ ঘন্টা পর পর দাম নিচ্ছে দ্বিগুণ। তাদের দাবি মাস্কগুলোর স্বল্পতার কারণে দাম কালকের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ দামে বিক্রি করতে হচ্ছে।

এছাড়া ফুটপাতে হকারদের কাছেও রয়েছে ব্যাপক চাহিদা ও বিক্রির চাপ। এছাড়া বিভিন্ন ওষুধের দোকানে মেডিকেটেড মাস্ক তো দূরের কথা সাধারণ মাস্কই পাওয়া যাচ্ছে না, আর যা পাওয়া যাচ্ছে তার দাম কোথাও দ্বিগুণ অথবা তিনগুণ।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি কুষ্টিয়া জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক হারুন অর রশিদ বলেন, সকালে স্কুলে যাওয়ার আগে মাস্ক কেনার জন্য বাসার কাছে চৌড়হাস ওষুধের দোকানে খুঁজলাম কিন্তু

পেলাম না। পরে একটা ওষুধের দোকানে সাধারণ ৫ টাকা দামের মাস্ক পেলাম কিন্তু দাম চাইলো ৩০ টাকা। না কিনে কুষ্টিয়া এনএস রোডের তমিজ উদ্দিন সুপার মার্কেটে মেডিকেটেড মাস্ক পেলাম যার মূল্য চাইলো ৫০ টাকা। এর আগে এই মাস্ক ২০ টাকা দিয়ে কিনেছিলাম। এখন দামের এই বিশাল ফারাক। এখন সরকারসহ সবাই মাস্ক ব্যবহার করতে বলছে, আমরাও ব্যবহার না করেই বা কী করবো?

এদিকে করোনা ভাইরাস ৩০ শতাংশ হাঁচি-কাশির মাধ্যমে ছড়ায় উল্লেখ করে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) পরিচালক অধ্যাপক ডা. সেবরিনা ফ্লোরা বলেন, এ রোগ ৩০ শতাংশ মানুষ থেকে মানুষে হাঁচি-কাশির মাধ্যমে ছড়ায়। তাই মাস্ক ব্যবহার করা ভালো।

মাস্ক ব্যবহারের বিষয়ে এই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বলেন, মাস্ক পরে অর্থ অপচয় করার দরকার নেই। এ ভাইরাসে আক্রান্ত হলে বা ধরা পড়লে মাস্ক পরলেই চলবে।

এছাড়া বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুসারে নিজেকে সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

মেপ্র/আরপি

কোটচাঁদপুরে টিউবয়েলের গর্তে ডুবে শিশুর মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে টিউবয়েলের গর্তে ডুবে আমিনুর রহমান সাব্বির নামে দুই বছরের এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্য হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুরে উপজেলার জালালপুর গ্রামের মালোখালি পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত সাব্বির ওই গ্রামের কবিরুল বিশ্বাসের একমাত্র ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানাযায়, সোমবার দুপুরে শিশু সাব্বির খেলতে যেয়ে বাড়ির মধ্যে একটি টিউবয়েলের পানির গর্তে পড়ে যায়। পরে পরিবারের লোকজন গর্তের মধ্যে শিশু সাব্বিরের ডুবন্ত অবস্থায় দেখতে পায়।

স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, স্থানীয় ইউপি সদস্য বিএম নাসির উদ্দীন। এঘটনায় পরিবার ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মেপ্র/আরপি

বাল্য বিবাহ দিলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না-চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক

চুয়াডাঙ্গা জীবননগরে বাল্য বিবাহ ও নারী নির্যাত বন্ধে করণীয় বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকাল ৪টার সময় জীবননগর উপজেলা লোকমোর্চার আয়োজনে উপজেলা পরিষদের হলরুমে উপজেলার সকল ইমাম, কাজীদের নিয়ে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিরাজুল ইসলাম, জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, জীবননগর থানার ওসি (তদন্ত) ফৈরদৌস ওয়াহিদ, চুয়াডাঙ্গা জেলা লোকমোর্চার সভাপতি অ্যাড. আলমগীর হোসেন, সহ-সভাপতি অ্যাড. বিল্লাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক শাহ আলম সনি, জীবননগর উপজেলা লোকমোর্চার সাধারণ সম্পাদক আবু মো: আব্দুল লতিফ অমল, লোকমোর্চার সদস্য সাংবাদিক মিঠুন মাহমুদ, জেলা লোকমোর্চার সমন্বকারী সজল, কানিজ সুলতানা, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের আশরাফুজ্জামান, লিটন সহ লোকমোর্চার সকল সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি বলেন, বাল্য বিবাহ দিলে কোন ইমাম, কাজী এমন কি বরের পরিবার এবং কনের পরিবারের কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মেয়েকে বোঝা না ভেবে তাদেরকে সু-শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে।

এ সময় তিনি কাজীদের বলেন, কিছু টাকার লোভে নাবালিকা মেয়েকে বিয়ে না পড়িয়ে মেয়ের পরিবারকে বোঝাতে হবে। এবং বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে তাদের অবহতি করতে হবে। তাদেরকে সচেতন করে তুলতে হবে।

উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের কামরুজ্জামান যুদ্ধ।

মেপ্র/আরপি

মেহেরপুরে ৩১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনা মুল্যে বই বিতরণ

মেহেরপুরে বিভিন্ন পর্যায়ের ৩১ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামুল্যে বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্য বই বিতরণ করেছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দি এশিয়া ফাউন্ডেশন । সোমবার বেলা ১১ টার সময় পলাশী পাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির প্রধান কার্যালয়ে দি এশিয়া ফাউন্ডেশন এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

পলাশী পাড়া সমাজ কল্যাণ সংস্থার পরিচালনা কমিটির সভাপতি রমজান আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আতাউল গনি। বিশেষ অতিথি ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান, দি এশিয়া ফাউন্ডেশন এর কান্ট্রি রি-প্রেজেনটেটিভ কাজী ফয়সাল বিন সেরাজ। পলাশী পাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মুহাম্মদ মোশারফ হোসেনের সঞ্চালনায় অন্যাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাশার, দি এশিয়া ফাউন্ডেশন সিনিয়র ডিরেক্টর নজরুল ইসলাম, সিনিয়র

প্রোগ্রাম ম্যানেজার শুক্লা দে।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দরা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করেন। প্রায় ৭৬ লক্ষ টাকা মুল্যের মোট ৬৬০০ টি বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের বই বিতরণ করে সংস্থাটি।

দি এশিয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৫৪ সাল থেকে বিনামূল্যে বই বিতরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। প্রতিবছর বুকস ফর এশিয়া প্রোগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের ৭টি বিভাগের ৩০০’রও বেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও লাইব্রেরীতে বিনামূল্যে ৩০,০০০ থেকে ৩৫,০০০ নতুন বই বিতরণ করে বলে জানান সংস্থার কর্মকর্তা।